নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

যুগ্মসংখ্যা

ডিসেম্বর '০৭-মার্চ '০৮

সম্পাদকীয়

প্রায় শতবর্ষের দরজায় এসে পৌঁছে গেল আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ইতিহাস। কোপেনহেগেনের মঞ্চ থেকে ক্লারা জেৎকিন ৮-ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস রূপে পালন করার ঘোষণা রেখেছিলেন ১৯১০ সালে। অধিকার অর্জনের সংগ্রামের প্রতীকী দিবসরূপে ১৯৭৯ সালের ১৮-ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ বা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদিত হয়। ভারত এই সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। নারীদের যে সকল বৈষম্যের শিকার হতে হয় সেগুলির দূরীকরণ এই সনদের মূল উদ্দেশ্য। নারীরা যাতে সমমর্যাদা, সম অধিকার ভোগ করতে পারে এবং প্রচলিত প্রথা-সংস্কার নিয়ম যা নারীকে লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে নিম্ন অবস্থানে দেখায় সেগুলির বিলোপ সাধন এই সনদের কার্যপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বিশাখা জাজমেন্টের রায় বের হওয়ার (১৩ই আগষ্ট ১৯৯৭) পরও অতিক্রান্ত দশ বৎসর। বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে যুগান্তকারী এই রায় নারীর কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক নিগ্রহকে নারীর মানবাধিকার আক্রমণ রূপে চিহ্নিত করে। এই রায়ে উল্লিখিত হল কর্মক্ষেত্রের জন্য বাধ্যতামূলক কিছু নির্দেশাবলী যা নারীকে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, আইনি অধিকার ও মানবাধিকার উপভোগে সাহায্য করবে। এছাড়াও প্রণীত হয়েছে নারীর অধিকার ও অবস্থানের সুরক্ষা হেতু বহু আইন--বাল্যবিবাহ নিরোধ, পণপ্রথা প্রতিরোধ, পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি। তবুও এটা বাস্তব সত্য যে আজও নারীর প্রতি বৈষম্য আছে পরিবারে সমাজে সর্বত্র। ভ্রূণহত্যা, বাল্যবিবাহ আছে, আছে পণপ্রথা, পাচার। শ্রমিক মেয়েদের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের স্বীকৃতি দিয়ে যে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ঘোষণা—সেই শ্রমিক নারীরা আজও বঞ্চিত নির্যাতিত। তাহলে কি এ-সমস্ত দীর্ঘকালীন লড়াই সংগ্রাম এবং তার মাধ্যমে অধিকার অর্জন ওসব কিছু মূল্যহীন? একটাই উত্তর—না, মূল্যহীন নয়। সেই সংগ্রাম ইতিহাস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েই আজকের কর্মকাণ্ড আজকের সংগ্রাম। নারীর অধিকার অর্জনের সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নেবার দায়বদ্ধতা আছে আমাদের। সিড্অ বা বিশাখা রায়কে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে বারবার। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদের নিয়মাবলি পালনে ফাঁক কোথায় কোথায় তৈরি হচ্ছে কিংবা বিশাখা নির্দেশাবলি পালনে কোন্ কোন্ সংস্থার শৈথিল্য রয়েছে—আর সেই শৈথিল্যের ফোকর দিয়ে নারী কীভাবে যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছে এগুলি দেখার অবকাশ আছে যারা সমাজ নিয়ে, নারীর জীবন নিয়ে কাজ করছেন তাদের কাছে। এবং সে কাজ চলছে। সংগ্রাম থামেনা। জীবন চলমান, জীবন-উদ্ভূত সমস্যা-সংকটের মোকাবিলার সংগ্রামও তাই চলমান।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এই সংগ্রাম ও অধিকার অর্জনের ইতিহাসের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং ইতিহাস গড়ার অংশীদার। নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস তো আছেই তার সঙ্গে আছে সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা। আইন, বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে সেমিনার করা যাতে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলির সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। প্রাসঙ্গিক বহু পুস্তক পুস্তিকাও কমিশন প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত বলি 'গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন-২০০৫' নিয়ে কমিশন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে লাগাতার আলোচনার মাধ্যমে এই দেওয়ানী আইনটির সুফল সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে তৎপর।

শোক প্রস্তাব

মহিলা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেত্রী শ্রীমতী ঈপ্সিতা গুপ্ত গত ২/৬/০৮ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রয়াত হয়েছেন। নারী আন্দোলনের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ঈপ্সিতা গুপ্ত সমাজকল্যাণ পর্ষদের সহসভানেত্রী ছিলেন। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ দুটি জেলারই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তিনি সভানেত্রী ছিলেন। তিনি নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কমিটির সহসভানেত্রীও ছিলেন। বামপন্থী মহিলা আন্দোলনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ঈপ্সিতা গুপ্তর প্রয়াণে মহিলা আন্দোলন হারাল তার পরমাত্মীয়কে। তাঁর এই মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন শোকাহত। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছে।

যশোধরা বাগ্‌চী *সভানেত্রী।*
৪২৮, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮
দূরভাষ : ২৪৭৩-২৭৯৬

রমা দাস *সহ সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য।*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

ভগবতী মণ্ডল *সদস্য।*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য।*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্যামশ্রী দাস *সদস্য।*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

গৈরিকা ঘোষ *সদস্য।*
৭, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া-১
দূরভাষ : ২৬৫০-১১৩৮

দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য।*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-E, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মূ *সদস্য।*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

শ্রীমতী উমা বসু *সদস্য।*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০৪৮৩৬

শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, বেইলি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net.
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জাগানোর গানে আমরা

গৌরিকা ঘোষ

জাগবে সমাজ বাঁচবে নারী
ঘুচবে সকল অসম্মান
অত্যাচার-এর পাথর ভেঙে
জেগে উঠবে জীবন গান

জাগানোর এই কঠিন কাজে
পুরোন ও তো রইল সাথে
জীবন গান গাইবে সেও
নিয়ে স্বপ্ন অভিমান।

✻ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কাজকর্ম ডিসেম্বর-২০০৭—মার্চ-২০০৮ ✻

জেলা পরিদর্শন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন

০৮.১০.০৭ তারিখ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যাগণ অধ্যাপিকা গৌরিকা ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু, অধ্যাপিকা উমা বসু, অধ্যাপিকা দেবযানী সেনগুপ্ত ও ভগবতী মণ্ডল। জেলাশাসক সভাটি আরম্ভ করেন ও সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী সভার কাজ পরিচালনা করেন। জেলাশাসক তার বক্তব্যে জানালেন এই জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জেলা পরিষদ ভবনে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্কুল ও কলেজের শিক্ষিকারা মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মূলতঃ পণপ্রথা, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশান, পাচার, মহিলা নিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্নমুখী আলোচনা হয়। এই পারস্পরিক আলোচনায় যে বিষয়গুলি জানা যায় তা হল—(১) পণ বিষয়ে অভিযোগ জমা পড়েনি।

(২) উপহার সামগ্রীর তালিকাও জমা পড়েনি।

(৩) PNDT কমিটির সভা হয় তবে রিপোর্ট স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রে গাফিলতি দেখা যায়। পরবর্তীকালে ঐ অবস্থা কাটানো যাবে।

(৪) Birth Registration-এর সংখ্যা সন্তোষজনক।

(৫) Death Registration-এর সংখ্যায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

(৬) রেজিস্ট্রি বিবাহের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। মন্দিরে বিবাহ পরবর্তী সময়ে যাতে রেজিস্ট্রিকৃত হয় তার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনুরোধ করা হল।

এই সমস্যাগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। উপস্থিত সকলেই এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের তরফ থেকে সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনকে সুষ্ঠু শৃঙ্খলাপূর্ণ সভা সংগঠনের জন্য এবং কমিশনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সপ্রশংস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই জেলা সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকটি সুপারিশ রাখা হয়।

(১) পণ দিয়ে বিবাহ মেয়েদের অবমাননার জায়গা, পণ দিয়ে বিবাহ হচ্ছে কিনা প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সকলকে সজাগ থাকতে হবে। পণ দেওয়া ও নেওয়া আইনত অপরাধ।

(২) ০-৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের Sex Ratio-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কন্যা ভ্রূণ বিনষ্ট হচ্ছে কিনা এর থেকে জানা যাবে।

(৩) প্রত্যেক কমিটির যেন নিয়মিত সভা হয়।

(৪) বে-আইনি Marriage Registration বন্ধ করতে হবে।

(৫) প্রত্যেকটি বিবাহ যাতে রেজিস্ট্রিকৃত হয় তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। এতে বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে।

(৬) 'গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৬' সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে।

মাননীয়া সভানেত্রীর পরিচালনায় এবং সকলের সাবলীল অংশ গ্রহণে এই সভা অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

—**ভগবতী মণ্ডল**

সদস্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন

মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা অধ্যাপিকা উমা বসু, অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, অধ্যাপিকা দেবযানী দেব (সেনগুপ্ত), শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু।

প্রতি জেলার মত এখানেও সংশোধনাগার ও হোম পরিদর্শনে যাওয়া হয়। ২ টি হোম পরিদর্শিত হয় : AIWE, Bagabati Mahila Samity ও Vidyasagar Balika Bhawan।

মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, অধ্যাপিকা উমা বসু, অধ্যাপিকা দেবযানী দেব (সেনগুপ্ত) শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু ব্যতীত আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন D.M., S.P. সভাধিপতি, জেলা জজ, CMOH, Advocate ও DLSA-র পক্ষে আইনজীবী, বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধি, NGO-র প্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের পক্ষে কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদের সদস্য, DSWO ও সমাজকল্যাণ বিভাগের বিভাগীয় আধিকারিকগণ। বিভিন্ন স্কুল ও হোমের H.M.।

মহিলা সংক্রান্ত সমস্যা ও তার আইনি সমাধান প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এই আইনগুলির মধ্যে ছিল Dowry Prohibition Act, Child Marriage Restraint Act, P.C., PNDT act, D.V. Act, এছাড়াও আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষা, Birth, Death and Marriage registration, C.W.C., Child-line, SHG প্রভৃতি। Crime against women বিষয়ে আলোচনায় কমিশনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন S.P. এবং Crime সংক্রান্ত আলোচনায় সমস্যা ও সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে P.M. report, FSL Test report-এ দীর্ঘসূত্রিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় S.P. ছাড়া CMOH ও যোগ দেন।

জেলার আদালতে জমে থাকা Case এবং বর্তমান Case সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন জেলা জজ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি আসার পর জমে থাকা Case-এর সংখ্যা কমে গেছে এবং বর্তমান Case যাতে pending না হয় তার দিকে তিনি যথেষ্ট নজর রেখেছেন।

D.S.W.O., মহিলা সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটিগুলির গঠন এবং কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দেন এই ক্ষেত্রে protection committee সম্বন্ধে বলেন যে যথাযথ মিটিং-এর ব্যবস্থা করেন। Dowry prohibition committee সম্বন্ধে বলেন, ডাউরি সংক্রান্ত কোন অভিযোগপত্র জমা পড়েনি বা কোন উপহারের তালিকাও জমা পড়েনি যদিও এই সংক্রান্ত প্রচার যথাযথভাবে চলছে, পথ নাটিকা করা হচ্ছে। Protection of Domestic Violence Act-এর আলোচনায় উনি জানান আইনটি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারনা ওঁর নাই। এই বিষয়টি নিয়ে work shop করা প্রয়োজন জেলাভিত্তিক আধিকারিকদের নিয়ে।

P.C., P.N.D.T. Act নিয়ে আলোচনায় follow up বিষয়ের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচিত হয় এবং সেখানে এও বলা হয় জন্মনিয়ন্ত্রন ও কন্যাভ্রূণ হত্যার বিষয়টিকে গুলিয়ে না ফেলার জন্য।

Trafficking সম্বন্ধে আলোচনায় এই বক্তব্য উঠে আসে যে এই আইনেও করনীয় কাজ দুটোকে মেলানো এবং তাকে কার্যকরী করার মধ্যে যে ফাঁকগুলো আছে সেই জায়গায় আইনকে শক্ত করতে হবে।

Birth and death registration সম্বন্ধে আলোচনাতে জানা যায় যত birth registration হয় তত death registration হয় না। এই প্রসঙ্গে marriage registration-এর প্রসঙ্গ আসে। registration fees, registrar-দের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়।

—ডঃ রমা দাস

বীরভূম জেলা পরিদর্শনের বিবরণী ঃ ২৯/০২/০৮

সভার শুরুতে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতি যশোধরা বাগচী উপস্থিত কমিশন সদস্যাদের পরিচয় করান।

উপস্থিত সদস্যা—(i) সহসভানেত্রী ডা. রমা দাস (ii) সদস্যা ড. গৈরিকা ঘোষ (iii) শ্রীমতি লক্ষ্মী মুর্মু (iv) শ্রীমতি ভগবতী মণ্ডল (v) শ্রীমতি শ্যামশ্রী দাস।

সভায় উপস্থিত ছিলেন—

(i) অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ)
(ii) জেলা শাসক—শ্রী তপনকুমার
(iii) নারী শিশু কর্মাধ্যক্ষ—নাসিকা বেগম
(iv) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
(v) জেলা প্রকল্প অধিকারিক—আই.সি.ডি.এস
(vi) জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক
(vii) জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক
(viii) পাবলিক প্রসিকিউটার

অতিরিক্ত জেলা শাসক সভার উদ্বোধন করে বলেন জেলায় বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার কাজ সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছে।

দারিদ্র্য ও শিক্ষার হার যেখানে কম সেখানে বাল্যবিবাহ হচ্ছে।

জেলার বালিকা সাক্ষরতার হার বাড়ছে। টাস্ক ফোর্সের মহিলা কমিশন সদস্যাদের নিয়ে দুটি সভা হয়েছে।

জেলা শাসক শ্রী তপন কুমার বলেন জেলার বাল্যবিবাহ রোধ করতে মেয়েদের কাজের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কিশোরী শক্তি যোজনার কাজ যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে। এছাড়া আই সি ডি এস কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ও পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যা সহ পঞ্চায়েত অফিসে প্রতিমাসের চতুর্থ শনিবারের সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, বিকল্প কর্মসংস্থান সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

নারী শিশু জেলা কর্মাধ্যক্ষা নাসিকা বেগম বলেন পণ, পাচার ও বাল্য বিবাহের উপর জেলা ও ব্লকস্তরে কনভেনশন হয়েছে ৩৮১৬টি। ICDS সেন্টারের মাসিক মায়েদের সভায় পরিপূরক পুষ্টি, পণ, বাল্যবিবাহ এবং পাচারের উপর আলোচনা হয়।

জেলার নলহাটি, রামপুরহাট ১ ও ২ নং ব্লক, মুরারাই ১ ও ২ নং ব্লকে পাচার হচ্ছে। কিন্তু জেলা পুলিশের দেওয়া তথ্যে তা না থাকায় তিনি সহমত হতে পারেননি।

মুসলিম বিধবা মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে স্বামী শ্বশুর মারা গেলে ঐ বিধবার কোন অধিকার শ্বশুরবাড়িতে থাকে না এই শরিয়তী আইনের পরিবর্তন করার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন জেলার নারী পুরুষের মধ্যে সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১ সালের জনগণনায় ১০০০ পুরুষ প্রতি ৯৩১ জন নারী কিন্তু ২০০৭ সালের হিসাবে নারীর সংখ্যা বেড়ে ৯৫৫ জন হয়েছে।

পি.এম. রিপোর্টের সম্পর্কে তিনি বলেন এই বিষয় যাতে দ্রুত করা হয় তার চেষ্টা করা হবে এবং পরবর্তীকালে ডাক্তারদের একটি তালিকা তৈরি করে কোন ডাক্তার কোথায় কোথায়, কোন কোন সময় ছিলেন তার তথ্য রাখা প্রয়োজন। তাহলে ডাক্তারের সাক্ষ্য গ্রহণের শমন পাঠানো সহজ হতে পারে এবং কেসের সমাধান একটু গতিলাভ করতে পারে। জন্ম নথিবদ্ধ করণের কাজ ৯০%। মৃত্যু নথিবদ্ধ করণের হার বাড়ছে। কিন্তু শিশু মৃত্যুর নথিবদ্ধকরণ এবং সম্পত্তিহীন নারীর মৃত্যু নথিবদ্ধকরণ কম হয়।

যদিও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে অনুদানের নানা প্রকল্প থাকায় এটা নথিবদ্ধ হয়—এছাড়া পুলিশ কেসের জন্য এসব মৃত্যু নথিবদ্ধকরণ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে।

কিন্তু সমস্ত মৃত্যু নথিবদ্ধ করতে হলে শ্মশান ও কবর স্থানে লোকনিয়োগ করা প্রয়োজন। অর্থাভাব এবং অন্যান্য সরকারি নিয়োগনীতি এর প্রধান প্রতিবন্ধক।

PNDT আইনের বিষয়ে বড়ো সেমিনার করা হয়েছে। কমিটি আছে এবং নিয়মিত সভা হয়।

DSWO বলেন যে বিয়ে নথিবদ্ধ করার সঙ্গে যদি যৌতুক তালিকা জমা নেওয়া হয়, তাহলে যৌতুক তালিকা পাওয়া নিশ্চিত হয়। CWC এখনও জেলায় তৈরি হয়নি। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। DM জানান SHG গ্রুপ তৈরি হয়েছে। DRDC-র মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বোলপুর ও রামপুরহাটে এবং তারাপীঠে ঘর নিয়ে হাতের কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বোলপুরে ইতালির সঙ্গে যুক্তভাবে লেদার কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। জেলায় বহু মেলা হয়, কলকাতা ও দিল্লীতে সংস্থার পক্ষ থেকে স্টল দিয়ে হাতের কাজের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা হয়।

অতিরিক্ত এস পি বলেন ১৮ থানার মধ্যে ১০টা থানায় Women Cell হয়েছে। কিন্তু শিউড়ি থানার দুইজন Women Cell-এর সহায়িকা জানায় একটা কমিটি শিউড়ি থানায় তৈরি হয়েছে মাত্র, কিন্তু ঠিকমত কাজ হয় না।

জেলায় কোন পাচার প্রতিরোধ কমিটি তৈরি হয়নি।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনের উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়। এ বিষয়ে প্রটেকশান অফিসারের বিষয়ে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

কমিশনের সভানেত্রী পণ, PNDT, DVA, পাচার, জন্ম ও মৃত্যুর নথিবদ্ধকরণ, CWC, জাগো নারী গ্রাম জাগাও নিয়েও আলোচনা শুরু করেন।

প্রতিটি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে জেনে নেন প্রয়োজনীয় প্রকৃত তথ্য।

বিশেষভাবে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনের উপর আলোচনা হয়। এই আলোচনায় যোগ দেন জয়প্রকাশ ইন্সটিটিউটের বিশিষ্ট সমাজসেবী সংস্থার পক্ষে জয়দেববাবু এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা শাসক ও সমাজকল্যাণ আধিকারিক।

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন দেবযানী দাশগুপ্ত।

উপস্থিত মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

—শ্যামশ্রী দাস

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

সংশোধনাগার

তমলুক, পূর্ব-মেদিনীপুরের সংশোধনাগার পরিদর্শন

রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী, অধ্যাপিকা দেবযানী সেনগুপ্ত দেব, শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য, ডঃ গৌরিকা ঘোষ, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু ও অধ্যাপিকা উমা বসু অক্টোবর, ২০০৭ তমলুক সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান। এই সংশোধনাগারটি ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা কয়েকদিনের জন্য এখানে বন্দিনী ছিলেন।

এখানে বর্তমান আবাসিক সংখ্যা ১১। কোনো শিশু তাঁর মায়ের সঙ্গে নেই। সব আবাসিকই বিচারাধীন ও বিচার চলছে। বেশীরভাগই 498A এবং 302 ধারায় অভিযোগে বিচারাধীন। আপাততঃ ১৯০৬ সালের নভেম্বর থেকে এখানে বিচারাধীন আবাসিক আছেন। তার আগের সব বিচার সমাপ্ত। আবাসিকরা ২-টি বড় ঘরে থাকেন। কিন্তু একটি ঘরে পর্যাপ্ত আলো হাওয়া ঢোকে না। তবে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা, খাবার জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা আছে। অবসর বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আবাসিক জানালেন 498A ধারার অভিযোগে পরিবারের সকল সদস্য সংশোধনাগারে থাকার জন্য তাঁদের বিচার ব্যবস্থা কি হয়েছে তাঁরা জানেন না।

মহিলা কমিশনের সুপারিশ ঃ

- বিনা অপরাধে কোনো আবাসিক যেন বেশীদিন না থাকে তাতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
- মহিলা আবাসিকদের আলাদা বসে খাওয়ার স্থান তৈরী করা।
- অবসর বিনোদনের জন্য T.V.-র ব্যবস্থা। —**উমা বসু**

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

বোলপুর উপসংশোধনাগার ঃ ১/৩/০৮

পশ্চিম বঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী, সহ সভানেত্রী এবং সদস্যবৃন্দ বোলপুর উপ-সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন ১/৩/০৮ তারিখে।

পরিদর্শনের দিন এই উপ-সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকের সংখ্যা ৮।

ভর্তির সময় স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়। প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ডঃ অসীম নন্দী চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত। চিকিৎসা এবং অন্যবিধ ব্যবস্থা ভালো।

৪৯৮/এ কেস আছে কয়েকটি।৪৯৮/এ এবং অন্যান্য সব কেসই দ্রুত কোর্টে তোলার প্রচেষ্টা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। কেবল একজন ১৫ মাস আটকে রয়েছেন আইনি জটিলতার কারণে। মহিলা কমিশন এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু করার থাকলে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে তা করতে আগ্রহী কমিশন একথা জানিয়েছে।

স্নানের জায়গার কিছু অসুবিধা রয়েছে—টয়লেট সংখ্যাও কম।

খাদ্যতালিকায় আছে ঃ

দিনে—ভাত, ডাল, সবজি, মাছ

রাত্রে—রুটি, ডাল, সব্জি

পুরুষ আবাসিকদের একজন প্রতিনিধি কমিশন সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি ৪৯৮/এ ধারায় অভিযুক্ত। তিনি বলেন, মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ধরা হয়েছে। আরও কয়েকজন আবাসিক সম্পর্কেও তিনি কথা বলেন।

উপসংশোধনাগার পরিদর্শন শেষে কমিশন এর পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ রাখা হয়—

১। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি Case কোর্টে তোলার ব্যবস্থা করা
২। স্নানাগার ও Toilet-এর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সুব্যবস্থা।
৩। খাদ্য তালিকায় আরও পুষ্টির ব্যবস্থা।
৪। ভর্তির সময়ে HIV পরীক্ষা
৫। আবাসিকদের Counselling-এর ব্যবস্থা করা।

পরিদর্শনের দিন উপসংশোধনাগারের মোট আবাসিক সংখ্যা—

৯৫ (পুরুষ) + ৮ (মহিলা) = ১০৩ জন

—গৌরিকা ঘোষ

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

মহিলা কমিশনের প্রকাশনা

"পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা" শীর্ষক পুস্তিকা এবং একটি পাচার বিরোধী তথ্যচিত্রের উদ্বোধন

২৯.১১.০৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিরোধী পক্ষকাল উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্যের লেখা পাচার বিরোধী একটি পুস্তিকা "পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা" এবং শ্রী দেবানন্দ সেনগুপ্ত পরিচালিত একটি তথ্যচিত্র "বন্ধ হোক—নারী পাচার" প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল ২৯ শে নভেম্বর ২০০৭ তারিখ। নন্দন ২ প্রেক্ষাগৃহে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বইটি এবং তথ্যচিত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, বিভাগীয় মন্ত্রী 'নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর' পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনুষ্ঠান শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মাননীয়া সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচীর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি/মুখার্জী, সদস্যা ডঃ গৌরিকা ঘোষ, সদস্যা ডঃ উমা বসু, সদস্যা ডঃ দেবযানী সেনগুপ্ত, সদস্যা সর্বানী ভট্টাচার্য, সদস্যা শ্যামশ্রী দাস, সদস্যা ভগবতী মণ্ডল। আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ দপ্তরের উন্নয়ন পর্ষদের সভানেত্রী সান্ত্বনা লাহিড়ী/ঘোষ এবং সমাজকল্যান দপ্তরের আধিকারিক কে.পি সিন্হা।

উপস্থিত ছিলেন আই জি সি.আই.ডি. স্পেশাল সেল সঞ্জয় কুমার মুখার্জী সহ বহু N.G.O.-এর মধ্যে জবালা, সংলাপ, এ্যাকসান এডের সদস্য, বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচনান্তে দেবানন্দ সেনগুপ্তের পরিচালিত একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে এবং কমিশনের সহ-সভানেত্রীর ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

—ভগবতী মণ্ডল

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

✻ নদীয়া জেলা Task Force এবং মহিলা অধিকার রক্ষা কমিটির সভার রিপোর্ট ✻

২৮ শে জানুয়ারি ২০০৮ সোমবার বেলা ১টায় নদীয়া জেলা শাসকের V.D.O. কনফারেন্স হলে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের আহ্বানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন—

১। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ)

২। শ্রীমতি অপরাজিতা ব্যানার্জী—ও.সি. মহিলা সেল

৩। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক

৪। জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক

৫। নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি

৬। অগ্রগামী মহিলা সমিতি

৭। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি

৮। শ্যামশ্রী দাস, সদস্যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন

সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সভায় জানান হয় D.S.P. হেড কোয়ার্টারকে নোডাল অফিসার করে 372 ধারার কেসগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উক্ত কেসগুলিকে SR Case হিসাবে দেখা হয়। পাচার জেলার একটা সমস্যা। দেবগ্রাম থানার অধীনে পাচারের সঙ্গে যুক্ত নামদার শেখ সম্প্রতি পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন জেলায় মোট ৭৪টি এবং ৭টি সরকারি U.S.G সেন্টার আছে। F ফর্ম জমা পড়ছে। যদি USG সেন্টারে গর্ভবতী মহিলার পরীক্ষা হয় তবে তা মেসিন থেকে নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। PNDT কমিটির পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হয় কেন পরীক্ষা করা হয়েছিল। এইভাবে কৃষ্ণনগর শহরের USG সেন্টারের উপর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

জেলার VEC কমিটিতে ২ জন করে ANM কে যুক্ত করা হয়েছে। যারা স্কুল স্বাস্থ্যে বিষয়ে দেখবে এবং ICDS কর্মীরাও স্বাস্থ্য পরিষেবায় সচেতনতার সঙ্গে কাজ করছেন।

৮০ শতাংশ গ্রামে গর্ভবতী মহিলার নাম নথিবদ্ধ করা সম্ভব হয়, কিন্তু সরকারি হাসপাতালে ৬৫-৭৫% গর্ভবতী মহিলা চিকিৎসা করার ফলে ১০০% গর্ভবতী মহিলা নথিবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

DSWO : DVA এতে জেলায় ১৫টা কেস এসেছে। ৪টি কেস কোর্টে গিয়েছে। ২ জন আবেদনকারিণীকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পাঠান হয়েছে কাউন্সিলিং এর জন্য। জে জে এ্যাক্টানুসারে "চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির" নাম সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছিল এখনও সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অনুমোদন আসেনি।

—শ্যামশ্রী দাস

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

✻ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাল্যবিবাহ, নারীপাচার ও কন্যাভ্রূণ হত্যা বিষয়ক আলোচনা সভার বিবরণী ✻

বিগত ২০.২.২০০৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়কদের জন্য একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, (১) বাল্য বিবাহ, (২) নারী পাচার, (৩) শিশু মৃত্যু এবং (৪) কন্যা ভ্রূণ হত্যা।

উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী রেখা গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক মহঃ মসীহ্, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্য্য। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী সাধনা মল্লিক এবং সঞ্চালনা করেন বিধায়ক শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দী।

বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী প্রফেসর যশোধরা বাগচী। তিনি মূলতঃ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় নারীর অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সাক্ষরতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, উপযুক্ত পুষ্টি একটি নারীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

সমাজের সবথেকে দুর্বল হচ্ছে শিশু কন্যা। উপযুক্ত পুষ্টি ও শিক্ষা লাভ করে পূর্ণতা পাওয়ার আগেই নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। বহু সময়ে এর মূল কারণ পণ-প্রথা। অধিক শিক্ষিতা হলে উচ্চ শিক্ষিত পাত্র প্রয়োজন হবে এবং সেই ক্ষেত্রে অধিক পণ দিতে হবে বিবাহের সময়ে এই চিন্তা থেকেই বিবাহের উপযুক্ত বয়সের আগেই পাত্রস্থ করা হচ্ছে কন্যা সন্তানকে। অপরিণত বয়সে বিবাহের ফলে রুগ্ন সন্তানের জন্মদাত্রী হতে হচ্ছে বালিকাদের। এই কন্যাসন্তানদেরই যদি যথাসম্ভব শিক্ষিত করে, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায় তবে বিবাহ না করেও তারা মর্যাদাময় আত্মনির্ভর জীবনযাপন করতে পারবে। তিনি সমাজের সকল স্তরে নারীর উপযুক্ত বিকাশের জন্য সকল কুপ্রথা ও বৈষম্যর অবসান ঘটানোর জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বলেন এবং এই বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান। নারী-পাচারের বিষয়ে আলোচনা করেন নারী আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেত্রী ও রাজ্য আইনী পরিষেবা সংস্থার সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত। তিনি বলেন বিশ্বায়নের ও উদারীকরণের প্রভাবে নারী ও শিশু পাচার বাড়ছে। পণপ্রথার মতো কুপ্রথা, কন্যা সন্তানের প্রতি পরিবারের অবহেলা এবং

দারিদ্র্যের কারণে নারী ও শিশু পাচার বাড়ছে। আইনের আরও কঠিন বিধানের সুপারিশ করে তাঁর অভিমত শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার বুনিয়াদে কন্যাসন্তানকে সম্পদ বলে পরিগণিত করার সূচনা করতে হবে এবং এই জন্য প্রয়োজন সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নততর সামাজিক চেতনা। প্রফেসর মাকসুদা বেগম ও ডা. সুভায চৌধুরী বিশদ আলোচনা করেন শিশুমৃত্যু নিয়ে।

তাঁরা বলেন ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করে নতুন সহস্রাব্দে সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। তাঁরা তথ্য দিয়ে বলেন সমগ্র বিশ্বে শিশু মৃত্যুর ২৫ ; পশ্চিমবঙ্গে শিশুর মৃত্যুর হার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের থেকে কম। টীকাকরণের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় হার যখন ৪২% তখন পশ্চিমবঙ্গের হার ৪৩.৮%। সর্বভারতীয় জন্ম হার যখন ৩৪.৩%, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হার ১৮.৪% কন্যাভ্রূণ হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক ঈশিতা মুখার্জী। তিনি বলেন বিশ্বায়নের সাথে সাথে উন্নয়নের প্রযুক্তি উন্নয়নের গতিরোধ করছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ০-৬ বয়সের কন্যাশিশুর সংখ্যা হ্রাস উদ্বেগজনক কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ এখনও ভাবিত নন। তিনি ওয়ার্ডভিত্তিক সমীক্ষার ভিত্তিতে বলেন আর্থিক সমৃদ্ধ এলাকায় কন্যাশিশুর হার কমছে কিন্তু গরীব মানুষ অধ্যুষিত এলাকায় সেই হার বেশি। সমগ্র আলোচনা থেকে যে মূল কথা উঠে এল তা হলো কন্যাভ্রূণ হত্যা, বাল্যবিবাহ, নারী পাচার প্রভৃতি। নারী নির্যাতনের মূল উৎস পণপ্রথা নামক সামাজিক কুপ্রথা। লিঙ্গ বৈষম্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরিয়েছে। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শুধুমাত্র মহিলা কমিশন, মহিলা সংগঠন অথবা স্বেচ্ছা সংগঠন এককভাবে এই আন্দোলন সফল করতে পারবে না। জনপ্রতিনিধিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার বিষয়ে গণ সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। এই আলোচনা সভা সেই কারণেই শুধুমাত্র বিধায়কদের নিয়েই সংগঠিত হয়।

—ভারতী মুৎসুদ্দি (মুখার্জী)
সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

আন্তর্জাতিক নারীদিবস ২০০৮

প্রাক্‌কালীন অনুষ্ঠান ঃ ৭ই মার্চ ০৮, চারুকলা ভবন ঃ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন কর্তৃক প্রাককালীন নারী দিবস পালন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৭ই মার্চ ২০০৮ তারিখে চারুকলা ভবনে।

অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য রচিত এবং সুরারোপিত একটি প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী দেবাশিস চৌধুরী ও সহশিল্পীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য।

পঃ বঙ্গ মহিলা কমিশনের মাননীয়া সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী তাঁর স্বাগত ভাষণে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। নারী নির্যাতনের মোকাবিলায় বিভিন্ন আইন, বিশেষ করে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইনকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেবার আহ্বান রাখেন তিনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চার অধ্যাপক, নারী আন্দোলনের বলিষ্ঠ, সক্রিয় নেত্রী এবং নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সৃজনশীল প্রাবন্ধিক ড. মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সেদিনের সভার মূল স্বরগ্রামটি সকলের সামনে তুলে ধরেন।

নারীজীবনের স্তরে স্তরে নিগ্রহের যে রূপ তাকে চিহ্নিত করে কীভাবে তার প্রতিকারে অগ্রসর হবো তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন বলে তিনি জানান। কন্যা ভ্রূণবিনষ্টি, পাচার, পারিবারিক হিংসাকে প্রতিরোধ করার জন্য NGO-দের প্রতিরোধক আইনগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে আহ্বান জানান।

এক্ষেত্রে কৃতী কয়েকজন বিশিষ্ট নারীব্যক্তিত্বকে এই দিন কমিশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা হলেন—

১। রাজনৈতিক ও নারী আন্দোলনের নেত্রী, সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী বহু লড়াই-সংগ্রামের অংশীদার অধ্যাপিকা নিবেদিতা নাগ।

২। নৃত্যকলার অনন্যসাধারণ শিল্পী স্রষ্টা গুরু এবং ভারতীয় নৃত্য এবং সংস্কৃতির শৈল্পিক প্রতীক শ্রীমতী অমলাশঙ্কর।

৩। নারী আন্দোলনের নির্ভীক সংগ্রামী এবং বিশ্বনারী আন্দোলনের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্ত।

৪। পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষক, নারী আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার বিশিষ্ট একজন হয়ে সামাজিক সমস্যা, নারী নিগ্রহমূলক সমস্যার প্রতিরোধের সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। বিশ্বের আটটি সমুদ্রকে এপার ওপার করে সন্তরণের মাধ্যমে বিজয়িনী, ১০৬টি স্বর্ণপদক, ১০টি রৌপ্য পদক, ৯টি তাম্র পদক প্রাপক শ্রীমতী বুলা চৌধুরী।

অনাড়ম্বর এবং আন্তরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর এঁরা প্রত্যেকেই প্রাসঙ্গিক মূল্যবান বক্তব্য রেখে সভাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নারী দিবস উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠান সুরম্য ও সুন্দর ভাবনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে শ্রীমতী ঊর্মিমালা বসু ও শ্রী জগন্নাথ বসুর সমাজ সম্পৃক্ত শ্রুতিনাটক পরিবেশনায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস।

৭ই মার্চ এর অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয় কমিশনের সকল সদস্যা, অফিস সদস্যের সদস্য সচিবের সহযোগিতায় এবং মাননীয়া সভানেত্রীর সজাগ তত্ত্বাবধানে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা গৌরিকা ঘোষ।

—গৌরিকা ঘোষ

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

সম্বর্ধিতা নিবেদিতা নাগের বার্তা

মাননীয়া সভানেত্রী

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

সমীপেষু

মহাশয়া

আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আপনারা যে আমন্ত্রণ পত্রটি পাঠিয়েছিলেন আমি যথাসময়ে পেয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

হঠাৎ গতকাল ৬/১/০৮ তারিখে শয্যাগত হয়ে পড়ায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না।

আমি কিশোর বয়স থেকে সশস্ত্র সংগ্রামীদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে সাম্যবাদকেই জীবনের ধ্রুবতারা ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির শরীক আমরা মেয়েরা, হতে পেরেছি। সুনীতা উইলিয়মাস্ তার মস্ত বড়ো নিদর্শন। অতীতের সতীদাহের মত পাপ থেকে আজকের নারী সমাজ মুক্ত এদেশে। অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে আমাদের দেশের মেয়েদের। আমাদের ভোটাধিকার ছিল না, বাবার সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না, বিধবা বিবাহ আজও আমরা চালু করতে পারিনি। আপ্রাণ লড়ে গেছি এজন্য—লড়বও।

আমার অনুজাদের কাছে আমার প্রার্থনা তাঁরা সবরকম কুসংস্কার পরিহার করে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত ও আলোকিত করে গড়ে তুলুন। তবেই না একদিন সারা পৃথিবী একটিমাত্র দেশে পরিণত হবে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে ; বর্ণে বর্ণে, নারী-পুরুষে কোনো বিভেদ থাকবে না।

শুভেচ্ছা সহ—

নিবেদিতা নাগ, ৭/৩/২০০৮

জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত গার্হস্থ্য কর্মীদের নিবন্ধিকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নতুন আইন সংক্রান্ত কর্মশালার বিবরণী

গত ১৪ ও ১৫ই মার্চ, ২০০৮ তারিখে, নতুন দিল্লিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে গার্হস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও নিবন্ধিকরণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইনের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় স্তরে একটি কর্মশালা সংঘটিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে আমি ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সরকারি আধিকারিকগণ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্যরা। উদ্বোধনী পর্বে ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী মোহিনী গিরি, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্যরা।

প্রথম দিন আলোচনাপর্বে অংশগ্রহণকারীগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে খসড়া আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্বিতীয় দিন তাঁদের মতামত পেশ করেন। দ্বিতীয় দিনে ওই সভা সভানেত্রী হিসাবে আমি পরিচালনা করি। মূলতঃ গার্হস্থ্য কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, মজুরী, নিরাপত্তা ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আসে।

পরিশেষে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্য্য সুপারিশগুলি বিবেচিত হবে বলেন এবং নতুন খসড়া আইনটির সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজনের জন্য একটি কোর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত জানান। অদ্যাবধি গার্হস্থ্য কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়ন হয়নি। সেই কারণে জাতীয় মহিলা কমিশনের এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু গার্হস্থ্য কর্মী সংক্রান্ত আইনটির সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে মহিলা কমিশন সহ মহিলা সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মতামত গ্রহণ করার পরেই এই আইনটির খসড়া চূড়ান্ত হতে পারে।

—ভারতী মুৎসুদ্দী (মুখার্জী)

সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

প্রতিবেদন ঃ মানসিক হাসপাতাল

কমিশন অসহায় মানসিক রোগীদের দুরবস্থার কথা পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে অবগত হয়ে প্রথম Pavlov Mental Hospital পরিদর্শনে যায় 14/3/08 ও 29/3/08। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ-সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, অধ্যাপিকা উমা বসু, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল। Hosp. Supd. বলেন বর্তমানে তাঁদের জামাকাপড় প্রভৃতির কোনো অপ্রতুলতা নাই। সেদিনে অর্থাৎ ৮-ই মার্চ যে নারী অবমাননার ঘটনা ঘটেছিল সেটা নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ডঃ আচার্য বলেন অপমানকর পরিস্থিতির উপর দিয়েই চলে প্রতিদিনের রোজনামচা। কমিশন সদস্যারা স্বচক্ষেই দেখেন সেই অব্যবস্থার ঘেরাটোপ, স্নানাগারের সমস্যা, অ্যাম্বুলেন্স না থাকা। এছাড়াও আবাসিকদের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক তা হল সুস্থ হওয়ার পর বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের গ্রহণ না করা।

দ্বিতীয় পরিদর্শনের জন্য চিহ্নিত হয় Lumbini Park Mental Hospital এবং 29/3/08 এ উক্ত Hospital-এ যান সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল। এই Hospital-এ সমস্যা আছে তবে অপমানের ঘেরাটোপ নাই, স্নানাগারের সমস্যা নাই, NGO অঞ্জলি আবাসিকদের হাতের কাজ শেখায়, ডাক্তারবাবু ও সিস্টাররা আবাসিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই Hospital-এ আবাসিকরা নিজেদের সমস্যার কথা নিজেরা বল্লেন, খাদ্যের অপ্রতুলতা পরিচ্ছন্নের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে। আবাসিকরা কমিশনের সামনে গান আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশন করেন এবং জানান 28/3/08 এ তাঁরা নাচ গান কবিতা পাঠের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব পালন করেছেন যা সেইদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

—ডাঃ রমা দাস

সহ-সভানেত্রী পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

✻ অভিযোগ ও প্রাক-আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন ✻

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনে গত ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হারে কেসের সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে। নিস্পত্তি হওয়া কিছু কেসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

মণিমালা সরকার ঃ

বিবাহিত, বাচ্চা হতে দেরী হওয়ায় স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর পুনর্বার বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে আবেদনকারিনী কন্যা সন্তানের মা হন। স্বামী ঠিকমতো ভরণপোষন দেন না। শাশুড়ী শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে দেওয়ায় থাকার সমস্যা না থাকলেও আর্থিক সংকট থাকায় বাচ্চার পড়াশুনো করানো সম্ভবপর না হওয়ায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে কথা বলা হয়। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

শর্মিলা গরাই ঃ

স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির ফলে দাম্পত্য সমস্যা শুরু হলে আবেদনকারিণীর স্বামী ডিভোর্সের মামলা করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষ আপোষ বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হন এবং কমিশনের মাধ্যমে আবেদনকারিণী এককালীন টাকা ও স্ত্রী ধন ফেরৎ পান।

শ্রীমতী ঝর্ণা মৌলিক ঃ

কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়টি শান্তিপুর থানায় জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনরূপ পদক্ষেপ না নেওয়ায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে বিষয়টি সুপারিনটেনডেন্ট অফ্ পুলিশ নদিয়াকে জানানো হয়। সুপারিনটেনডেন্ট অফ্ পুলিশ নদিয়া কমিশনকে জানান U/s 498A/304B/34 I.P.C. ধারা মতে কন্যার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীমতী ঝর্ণা দাস ঃ

আবেদনকারিণী প্রতিবেশীদের দ্বারা বারংবার শারিরীক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হন। বিষয়টি বারাসাত থানায় বারংবার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে রাজী না হওয়ায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপারকে চিঠি করা হলে উক্ত পুলিশ সুপার কমিশনকে জানান চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে u/s 313/341/354/114 I.P.C ধারা মতে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে চার্জসীট জমা দিয়েছেন এবং মামলাটি বিচারাধীন।

মণিকা চক্রবর্তী ঃ

বিয়ের পর থেকে পণের দাবীতে শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী, শ্বশুর ও ও শাশুড়ীর দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রী একত্রে সংসার করছেন। বর্তমানে উভয়ে ভালো আছেন বলে কমিশনকে জানান।

রজনী পোদ্দার ঃ

আবেদনকারিণী দাম্পত্য সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হলে, স্বামী ভরনপোষণ দিতে রাজী হন। আবেদনকারিণী কমিশনের মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে মাসিক ১০০০ টাকা ভরনপোষণ পাচ্ছেন।

শ্রীমতী কমলা রায় ঃ

আবেদনকারিণী তার পুত্রের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে অন্যের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আবেদনকারিণী নিজের বাড়ীতে থাকার আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে আবেদনকারিণী ও পুত্রদের ডেকে পাঠিয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আবেদনকারিণী ভাল আছেন বলে কমিশনকে জানিয়েছেন।

শ্রীমতী শৈল দোলুই ঃ

আবেদনকারিণী দীর্ঘ ১২ বছর বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হন। অত্যাচার চরমে উঠলে আবেদনকারিণী থানায় বিষয়টি জানিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীকে ডাকা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী ভুল স্বীকার করেন এবং সুষ্ঠুভাবে সংসার করতে রাজী হন। বর্তমানে উভয়ে একত্রে সংসার করছেন এবং ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন।

শ্রীমতী দেবীরানী চ্যাটার্জী ঃ

আবেদনকারিণী কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিরতা। জ্যেষ্ঠ্য পুত্রবধূ বিবাহের পর থেকে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীকালে মারধোর করতে থাকেন। বিষয়টি পাড়াপ্রতিবেশী, নাগরিক সমিতিকেও জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি, অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ছেলেদের অনুপস্থিতিতে বৌরা ওঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি থানায় জানালে থানা জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার কথা বলেন। আবেদনকারিণী উক্ত প্রস্তাবে রাজী না হয়ে আলাদা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। এরপর নিজ বাড়ীতে সুষ্ঠুভাবে থাকার অধিকার পাবার আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর বৌমাকে ডেকে পাঠানো হয়। আলোচনার মাধ্যমে আবেদনকারিণীকে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীমতী শেলী ঘোষ ঃ

আবেদনকারিণী বিবাহের পর থেকে স্বামীর দ্বারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। আবেদনকারিণীকে প্রতিনিয়ত হুমকী এবং আর্থিক সাহায্য না দেবার কথা বলা হয়। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীকে আলোচনাতে ডাকা হলে আবেদনকারিণীর স্বামী মাসিক ৭০০০ টাকা দিতে রাজী হন। বর্তমানে আবেদনকারিণী স্বামীর অফিসে গিয়ে প্রতি মাসে ভরণপোষণের টাকা নিয়ে আসছেন।

শ্রীমতী অনিতা কর ঃ

আবেদনকারিণী ৫০,০০০ টাকার যৌতুক নিয়ে প্রতিবন্ধী কন্যার বিবাহ দেন। বিবাহের ৭ দিনের মাথায় পুনরায় বাপের বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য আবেদনকারিণীর কন্যাকে চাপ সৃষ্টি করা হয়। টাকা না নিয়ে আসায় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। প্রতিনিয়ত অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে আবেদনকারিণীর কন্যাকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়। কমিশন থেকে বিষয়টি S.P.-কে জানানো হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রিপোর্ট— **গোপা মজুমদার**
কৌশিক সেনগুপ্ত
কাউন্সেলর

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার

1. পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শনিবার ১২.৩০ থেকে ৪.৩০ অবধি পাঠকদের জন্য খোলা থাকে। এখানে উল্লেখ্য, সরকারি ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের সুবিধার্থে মাসের চারটি শনিবার গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

2. গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোন Entry fee লাগে না। কেবলমাত্র একটি আবেদনপত্র পূর্ণ করতে হয়।

3. 1 টাকা হারে Xerox করার সুবিধা পাওয়া যায়।

4. গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বিষয়ের উপর বই বা পত্রিকা বা অন্য ডকুমেন্ট রাখা হয় সেগুলি হল—শিক্ষা (Education), রাজনীতি (Politics), অর্থনীতি (Economics), স্বাস্থ্য (Health), নারী নির্যাতন (Violence), যৌন হেনস্থা (Sexual Harassment), পণপ্রথা (Dowry), নারী পাচার (Trafficking), ধর্ষন (Rape),

অপরাধ (Crime), জনসংখ্যা নীতি (Population policy), মানবাধিকার ও নারীর অধিকার (Human rights and Women's rights), নারী আন্দোলন (Women's movement), মুসলিম মহিলা (Muslim Women), মহিলা ক্ষমতায়ন (Women's empowerment), গণমাধ্যমে মহিলা (Media), উপজাতি মহিলা (Tribal women), পঞ্চায়েত ও স্বনির্ভর দল (Panchayat & Self help group), CEDAW, দেশবিভাগ (Partition), উদ্বাস্তু (Refugees), শিশু (Children) PC PNDT, কন্যা ভ্রূণ হত্যা (Female Foeticide), বিধবা (Widow), জীবনী (Biography), Counselling, পরিবার (Family), Prostitute ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর আছে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রকাশনা এবং এছাড়া আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা ও বিভিন্ন গবেষণা ও বিভিন্ন সমীক্ষার প্রকাশনা, শিশু ও মহিলাদের উপর ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য—কমিশনের কাজের সাথে সাযুজ্য থাকায় আইনের বই-এর উপর এই গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

5. কমিশনের গ্রন্থাগারে ১১টি সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে আসে এবং সংবাদপত্রগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

6. বর্তমানে মোট মহিলাসংক্রান্ত ৪৫টি বিষয়ের উপর সংবাদপত্রের ক্লিপিংস রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে মহিলা কমিশন মহিলাদের উপর অত্যাচারের বা শ্লীলতাহানির যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেই খবরের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন হলে স্বতঃপ্রণোদিত (SUO-MOTO) মামলা দায়ের করে থাকেন, যেটি মহিলা কমিশনের কাজকর্মের অন্যতম পদক্ষেপ।

7. মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার বিভিন্ন ধরণের জার্নাল, ব্রোসিওর, ফটোগ্রাফ্স এই গ্রন্থাগারের বিশেষ আকর্ষণ।

8. CDS/ISIS Software অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারের ডকুমেন্টগুলিকে কম্পিউটারাইজড্ করার কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে।

9. ডকুমেন্টগুলিকে পোকামাকড় ও উই-এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একমাস অন্তর গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Pest-Control) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

10. মহিলা কমিশনের মুখপত্র 'নারীকন্ঠ' এবং অন্যান্য প্রকাশনা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার থেকেই বিক্রয় ও বিতরণের জন্য রাখা আছে।

11. গ্রন্থাগার সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য সিনিয়র গ্রন্থাগারিক তথা গবেষণা আধিকারিক দীপলেখা সেনগুপ্ত এবং জুনিয়ার গ্রন্থাগারিক শুভ্রা ভদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৮, থেকে গ্রন্থাগারিকরা যে সমস্ত বই কিনে এনেছেন তার একটি আংশিক তালিকা এখানে দেওয়া হল

পুস্তকের নাম	লেখক	প্রকাশক/প্রকাশকাল
১। স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে	কমল চৌধুরী, সম্পাদক	দেজ্ /১৯৯৯
২। স্মৃতিচিত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	প্রতিমা দেবী	দেজ্ /২০০০
৩। গৌরী আইয়ুব স্মারকগ্রন্থ ঃ	মীরাতুন নাহার, সম্পাদক	দেজ্ /২০০১
৪। নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে	অশোকা গুপ্ত	দেজ্ /২০০৭
৫। সওগাত পত্রিকায় বাঙালি নারীর আত্মপ্রকাশ ১৯২৭-৪৭	শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত	দেজ্ /২০০৭
৬। বঙ্গের মহিলা কবি	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	দেজ্ /২০০৪
৭। চব্বিশ পরগণা ঃ উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন	কমল চৌধুরী	দেজ্ /১৯৯৯
৮। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ	লাডলী মোহন রায়চৌধুরী	দেজ্ /২০০৪
৯। মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা ঃ 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা'	সুদক্ষিণা ঘোষ	দেজ্ /২০০৮
১০। দেবদাসী	শ্রী পান্থ	দেজ্ /২০০৭
১১। বৃহন্নলাদের জীবনসত্য	মৃণাল কান্তি দত্ত	দুর্বার/২০০৮
১২। নাচনির কথা	দীপক বড়পডা	দুর্বার/২০০৭
১৩। মৃণালের কলম ঃ মেয়েদের ভুলে যাওয়া লেখালেখির জগৎ	সুদক্ষিণা ঘোষ	প্যাপিরাস/২০০৭
১৪। বিবাহ বিচ্ছিন্নার আখ্যান ঃ বাংলা সমাজ ও সাহিত্য একটি নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক পাঠ্য বিশ্লেষণ	মল্লিকা সেনগুপ্ত	প্যাপিরাস/২০০৭

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও অন্যান্য কিছু বইয়ের তালিকা

বি. দ্র. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্র ও মাসের চারটি শনিবার ১২.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে।

বই-এর নাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	মূল্য
১। মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা।	যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	৩০
২। ধর্ষণ ও আইন	মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন	২০
৩। আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন)	ভারতী মুৎসুদ্দি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২০
৪। আইনি অধিকার জানুন ২ ঃ ছেলে কি মেয়ে? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)	মালিনী ভট্টাচার্য	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	২৫
৫। Implementing Vishaka : a status report		W. B. Commission for Women & Sanhita.	
৬। A Study of Family Courts in West Bengal	Flavia Agnes	West Bengal Commission for Women Rs. 100/- (Institution) Rs. 30/- (Individual)	
৭। শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়	গৈরিকা ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস	৫০
৮। পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা	ভাস্বতী চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ	৬০
৯। বর্তিকা : মৈত্রেয় ঘটক (১৯৪১-২০০৩)	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	মহাশ্বেতা দেবী, *সম্পাদক*	১২০
১০। প্রাচীন ভারতে নারী	রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতা ভট্টাচার্য	মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অবভাস	২০
১১। স্বাস্থ্যের অধিকার নিজের হাতে নেবার পথে	কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫
১২। Services for girls and young women with disabilities in Kolkata	Jeeja Ghosh	School of Women's Studies, Jadavpur University	Rs. 25/-
১৩। Expanding dimensions of dowry		AIDWA	Rs. 40/-
১৪। Women and Security		Indian association for Women's Studies	Rs. 10/-
১৫। In Retrospect : War-time memories and Thoughts on Women's movement	Vidya Munsi	Manisha	Rs. 200/-
১৬। All India Women's Conference	Reba Roy	A. I. W. C.	Rs. 25/-.

রিপোর্ট—দীপলেখা সেনগুপ্ত, *সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান কাম রিসার্চ অফিসার*
শুভ্রা ভদ্র, *জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলার কমিশনের পক্ষে ডঃ যশোধরা বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত
ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।